২৮	সরকারের অনুকূলে দেয়া সকল প্রকার শুল্ক, রয়ালটি, কর, ডিউটি ইত্যাদি প্রদান এবং সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার ব্যয় নির্বাচিত দরপত্র দাতাকেই বহন করতে হবে।
২৯	গাছ কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন, খাদ্য, নিরাপত্তা, আশ্রয়, চিকিৎসা, পানি, স্যানিটেশন ইত্যাদি ব্যবস্থা নির্বাচিত দরপত্র দাতাকেই বহন করতে হবে। কাজ করার সময় দূর্ঘটনাক্রমে কোন কর্মচারী /শ্রমিক আহত বা নিহত হলে নির্বাচিত দরপত্র দাতাকেই নিজ খরচে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৩০	এই দরপত্রে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও নিলাম দরদাতাগন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন-কানুন এর আওতাভূক্ত থাকবেন।
৩১	কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর নিলাম ক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তফসিল ভূক্ত বৃক্ষাদি সম্পূর্ণভাবে কর্তন এবং অপসারণে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩২	মুদ্রণ জনিত কোন ভূল বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোনরুপ ভূল থাকলে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন্ এবং এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৩৩	দরদাতার নমুনা স্বাক্ষর এবং দরপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রের স্বাক্ষরে মিল থাকতে হবে।
৩৪	জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারের গাছ কর্তন ও অপসারণের নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে গাছ অপসারণ করতে হবে। এই ক্ষেতে গাছ কর্তন ও অপসারণের আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।
৩৫	উক্ত সড়কসমূহে যানবহন চলমান থাকাতে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতি হলে তার দায় দায়িত্ব ঠিকাদারকে বহণ করতে হবে। ব্যর্থতায় তার জামানত থেকে কর্তন করে ক্ষতিপূরর্ণ করা হবে।
৩৬	প্রতিটি গন্থুপের গাছ/ কাঠ সরেজমিনে দেখে দর দাখিল করতে হবে। নম্বরকৃত গাছ/ কাঠ কম বা বেশি হতে পারে। গাছ/ কাঠের পরিমাপ কম হলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন ওৎর আপত্তি গন্থহণ যোগ্য হবে না।
৩৭	দরের সম্পূর্ণ টাকা এবং আয়কর ও ভ্যাটের টাকা জমা দেয়ার পর গাছ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। অনুমতি পাওয়ার পর নিজ খরচে গাছ অপসারণ করতে হবে। গাছ অপসারণ করার পর জামানত হিসাবে জমাকৃত বিডি/পে-অর্ডার ফেরত দেয়া হবে। গাছ গন্থহণ কালে অন্য কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ গাছ ক্রেতা কর্তৃক প্রদান করতে হবে।
৩৮	গাছ কর্তনের পর গাছ ক্রেতা নিজ খরচে গর্ত ভরাট করে দিতে বাধ্য থাকবেন। গর্ত ভরাট না করলে জামানত/ বিডি ফেরত দেয়া হবে না।
৩৯	দরপত্র বর্হিভূত কোন গাছ কর্তন/ অপসারণ/ গন্থহণ করলে তার জামানতের টাকাসহ মূল্য বাবদ সমুদয় জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪০	জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
৪১	ত্রুটিপূর্ণ/ স্বাক্ষরবিহীন/ অস্পষ্ট লিখন দরপত্র অথবা নিয়মাবলীর কোন শর্ত প্রতিপালন না করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৪২	বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ ও অন্যান্য তথ্যাদি অফিস চলাকালীন সময়ে যশোর জেলা পরিষদ অফিস ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে জানা এবং দেখা যাবে।
৪৩	কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
৪৪	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সিডিউল বিক্রি শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে সিডিউল দেয়া হবে।